FDC-3.doc/10

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়
চলচ্চিত্র অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.moi.gov.bd

নং-১৫.০০.০০০০.০২৭.২৩.০০৮.১৩. ৪৭৯ তারিখঃ ২৯ আষাঢ় ১৪২২ / ১৩ জুলাই ২০১৫

বিষয়: জাতীয় চলচ্চিত্র নীতিমালার উপর মতামত প্রদানের জন্য খসড়া নীতিমালা ওয়েব সাইটে প্রকাশ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জাতীয় চলচ্চিত্র নীতিমালা চূড়ান্তকরণের জন্য গত ১৭.৫.২০১৫ তারিখে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সমন্বয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খসড়া নীতিমালাটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে (www.moi.gov.bd) প্রকাশ করা হলো। নীতিমালার উপর আগামী ০১ মাসের মধ্যে সকলের লিখিত/ই-মেইলের মাধ্যমে নিম্নের ঠিকানায় মতামত প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

ই-মেইল নম্বর: sas.film@moi.gov.bd

(জি. এন. নজমুল হোসেন খান)
উপসচিব (চলচ্চিত্র)
তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা
ফোন- ৯৫৪০৪৬৩
E-mail : sas.film@moi.gov.bd

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো:

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সিস্টেম এনালিস্ট, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

জাতীয় চলচ্চিত্র নীতিমালা ২০১৫ এর খসড়া

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তথ্য মন্ত্রণালয়

১. পটভূমি

প্রায় একশত বছর আগে যাত্রা শুরু হয়েছিল চলচ্চিত্র নামক এক প্রযুক্তি নির্ভর গণমাধ্যমের। বিনোদন এবং বাস্তবতার দলিলীকরণের চৌহদ্দি অতিক্রম করে চলচ্চিত্র বহু আগেই পরিণত হয়েছে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ, আন্দোলন ও ঐতিহ্যের পথ নির্দেশক এবং জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার অফুরন্ত প্রেরণার উৎস হিসেবে বিবেচিত শিল্প ও গণমাধ্যমে। বিংশ শতাব্দীর মধ্যপথে যে লক্ষ্য আর উদ্দেশ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল বাংলাদেশের চলচ্চিত্র, একবিংশ শতাব্দীতে এসে সে লক্ষ্যের মাত্রা হয়েছে বিস্তৃত, উদ্দেশ্য পেয়েছে বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা। শিল্প, প্রযুক্তি ও সাংস্কৃতিক অগ্রযাত্রায় চলচ্চিত্র আজ পরিণত হয়েছে সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং কার্যকর গণমাধ্যমে। বাংলাদেশের আবহমান সংস্কৃতিকে সমুন্নত রাখা এবং স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে মানবীয় মূল্যবোধসম্পন্ন জীবনমুখী, রুচিশীল ও শিল্পমানসমৃদ্ধ চলচ্চিত্রের অবদান অপরিসীম। দেশ, জাতীয় ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সঠিক ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা তুলে ধরে জনগণের চেতনাকে উজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের ভূমিকা সর্বজনস্বীকৃত। চলচ্চিত্র শিল্পের অমিত শক্তি উপলব্ধি করতে পেরে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের যথাযথ বিকাশ এবং এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা নিশ্চিত করতে ১৯৫৭ সালের ৩ এপ্রিল তৎকালীন প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তদানীন্তন প্রাদেশিক আইন পরিষদের অধিবেশনে The East Pakistan Film Development Corporation Bill, ১৯৫৭ উত্থাপন করেন এবং আইনসভা কর্তৃক তা আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়। প্রতিষ্ঠিত হয় চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন, যা আজকের বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি)। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ দেশের চলচ্চিত্র শিল্পের যাবতীয় কর্মকাণ্ড ও অর্জন বিএফডিসিকে ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৩ এ বলা হয়েছেঃ " রাষ্ট্র জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাসমূহের এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে, যাহাতে সর্বস্তরের জনগণ জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখিবার ও অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন।" সাংবিধানিক এ বাধ্যবাধকতা বিবেচনায় নিয়ে সরকার ২০১২ সালের ৩ এপ্রিল গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে চলচ্চিত্র নির্মাণ, বিতরণ ও প্রদর্শন সংশ্লিষ্ট সকল কাজকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। এর ফলে জাতীয় শিল্প নীতির আওতায় বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প অন্যান্য শিল্পের ন্যায় যথাযথ সুযোগ ও সহায়তা নিয়ে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য সরকারি অনুদানের সংখ্যা এবং অনুদানের অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য সরকারি অনুদান প্রবর্তন করা হয়েছে। পুরানো চলচ্চিত্র সংসদ নিবন্ধন আইন বাতিল করে সময়ের প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী চলচ্চিত্র সংসদ আইন, ২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে। চলচ্চিত্রের উপর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিদ্যমান সেন্সর প্রথা বাদ দিয়ে চলচ্চিত্রে সার্টিফিকেশন পদ্ধতি চালুর নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্ণিত প্রেক্ষাপটে, অংশীজনদের (Stakeholder) সাথে আলোচনার ভিত্তিতে বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং নিজস্ব সংস্কৃতির পরিপূরক একটি স্বাধীন, শিক্ষা ও বিনোদনমূলক, পরিচ্ছন্ন এবং শিল্পমানসমৃদ্ধ চলচ্চিত্র নির্মাণ, বিতরণ, প্রদর্শন ও এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যাবলীর পথনির্দেশক হিসেবে এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।

২. উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

জাতীয় চলচ্চিত্র নীতিমালায় সংস্কৃতির একটি মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রের সৃজনশীলতা এবং নান্দনিকতাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। কেননা, মানুষের মানবিকতার উৎকর্ষ সাধন এবং তাদেরকে বিশুদ্ধ বিনোদন প্রদানের জন্য এ মাধ্যমে নির্মিত শিল্পকর্মকে কারিগরি মানে অত্যাধুনিক করার পাশাপাশি চিত্তাকর্ষক এবং হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে হবে। তবে, বাংলাদেশের নিজস্ব সংস্কৃতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং মানুষের প্রতি শিল্পের দায়বদ্ধতার বিষয়সমূহ বিবেচনা করে আমাদের চলচ্চিত্রকে একটি বিশেষ মাত্রায়, স্বকীয় বৈশিষ্টে এবং শিল্পের সৌকর্যে বৈশিষ্টমণ্ডিত করে দেশে এবং বিদেশে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিনোদনের গতানুগতিক মোড়ক থেকে বের করে আনতে হবে। আঞ্চলিক চলচ্চিত্রের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে এবং বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের একটি নিজস্ব পরিচিতি তুলে ধরতে আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে নানাবিধ কার্যক্রম ও কর্মকৌশল। চলচ্চিত্র শিল্পে ব্যাপক অর্থলগ্নী করতে হয়। লগ্নীকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহার এবং কাঙ্ক্ষিত মুনাফাসহ লগ্নীকৃত অর্থ ফেরত না আসলে মুখ থুবড়ে পড়বে জনগণের বহুল আদৃত এ শিল্প মাধ্যম। এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে প্রণয়ন করা হলো এ নীতিমালা। এ নীতিমালার উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

২.১. চলচ্চিত্র মাধ্যমকে দেশ, সমাজ, ও মানব কল্যাণে ব্যবহারের বিষয়ে জাতীয় ঐক্যমত্য সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ;

২.২. চলচ্চিত্রকে শিক্ষা, বিনোদন, কার্যকর যোগাযোগ, জনসংস্কৃতি ও জনরুচি সৃষ্টির মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলা;

২.৩. কারিগরি মানে উন্নত ও অত্যাধুনিক করার পাশাপাশি চলচ্চিত্র শিল্পে সৃজনশীলতা ও নান্দনিকতাকে উৎসাহিত করা;

২.৪. জনগণকে শিল্প ও কারিগরিমানসম্পন্ন চলচ্চিত্রের প্রকৃত আস্বাদপ্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ মাধ্যমের অপব্যবহার ও অপপ্রচার সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি;

২.৫. চলচ্চিত্র শিল্প উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়ন ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা প্রদান;

২.৬. বাংলাদেশের নিজস্ব সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য সমৃদ্ধ চলচ্চিত্র নির্মাণ, বিতরণ ও প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

২.৭. মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, আদর্শ ও চেতনা, সামাজিক মূল্যবোধ এবং রাষ্ট্রীয় নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলচ্চিত্র নির্মাণ, বিতরণ ও প্রদর্শন নিশ্চিতকরণ;

২.৮. সামাজিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধের চর্চা, নৈতিক অবক্ষয় রোধ ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ;

২.৯. সরকারি ও বেসরকারি অংশগ্রহণের মাধ্যমে চলচ্চিত্র নির্মাণ, বিতরণ, প্রদর্শন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রমকে শক্তিশালী ও গতিশীল করা;

২.১০. বাংলাদেশের নিজস্ব চলচ্চিত্রের ধারা বিনির্মাণে সরকারি ও বেসরকারি খাতের ভূমিকা নির্ধারণ;

২.১১. চলচ্চিত্র শিল্পে উন্মুক্ত ও সুষম প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করা;

২.১২. সুস্থ, শিক্ষামূলক ও বিনোদনধর্মী চলচ্চিত্র নির্মাণ, বিতরণ ও প্রদর্শনের ক্ষেত্রে সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে নীতিগত, অবকাঠামোগত ও কারিগরি সহায়তা সৃজনে করণীয় বিষয়াদি সুনির্দিষ্টকরণ;

২.১৩. ঔপনিবেশিক আমলের চলচ্চিত্র সেন্সর আইন বিলুপ্ত করে সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন ব্যবস্থা চালুর কর্ম পরিকল্পনা তৈরি;

২.১৪. চলচ্চিত্র নির্মাণ, বিতরণ, প্রদর্শন এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রমকে শিল্প ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে এসব কর্মকাণ্ড যাতে শিল্পের সকল সুবিধা লাভ করে সে বিষয়ে কর্মপন্থা নির্দিষ্টকরণ;

২.১৫. চলচ্চিত্রের সাথে সম্পৃক্ত সকল পক্ষের আইনগত ও ন্যায়ানুগ স্বার্থ সংরক্ষণ;

২.১৬. চলচ্চিত্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণের অধিকার নিশ্চিতকরণ।

৩. কৌশলসমূহ

৩.১. এ নীতিমালা বাস্তায়নে সকল অংশীজনের পরামর্শ গ্রহণ;

৩.২. এ নীতিমালা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন;

৩.৩. এ নীতিমালা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, পর্যালোচনা ও সংশোধনের সুপারিশ প্রণয়নসহ চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়নে করণীয় বিভিন্ন পরামর্শ ও সুপারিশ প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারক বিভিন্ন দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এবং চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমন্বয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ে একটি জাতীয় চলচ্চিত্র পরামর্শক কমিটি গঠিত হবে।

৪. অনুসরণীয় মানদণ্ড

চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট আইন/বিধিতে অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে অনুসরণীয় মানদণ্ডের উল্লেখ থাকবে:

(ক) চলচ্চিত্রে পরিবেশিত তথ্যের বস্তুনিষ্ঠতা;

(খ) পেশাগত নৈতিকতা ও নিরপেক্ষতা;

(গ) চলচ্চিত্র নির্মাণ, বিতরণ ও প্রদর্শনের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীলতা।

৫. মহান মুক্তিযুদ্ধ, ইতিহাস এবং তথ্যের বস্তুনিষ্ঠতা

৫.১. চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শনের ক্ষেত্রে মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনা, রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতি সমুন্নত রাখতে হবে;
৫.২. চলচ্চিত্রে কোনোভাবেই দেশবিরোধী ও জনস্বার্থবিরোধী বক্তব্য প্রচার করা যাবেনা;
৫.৩. চলচ্চিত্রে বিভ্রান্তিকর ও অসত্য তথ্য পরিবেশন করা যাবেনা।

৬. ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্মীয় অনুভূতি, উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড

৬.১. চলচ্চিত্রে দেশীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও ভাবধারার সুষ্ঠু প্রতিফলন এবং এর সাথে জনসাধারণের নিবিড় যোগসূত্র স্থাপন ও সাংস্কৃতিক ধারাকে দেশপ্রেমের আদর্শে অনুপ্রাণিত করার প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে;
৬.২. চলচ্চিত্রে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসমূহের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও ভাবধারার সুষ্ঠু প্রতিফলন ঘটাতে হবে;
৬.৩. সকল ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে এবং ধর্মীয় সহিংসতা রোধে জনগণকে উজ্জীবিত করতে হবে;
৬.৪. সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি নারীর সমমর্যাদা ও সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতের লক্ষ্যে ভূমিকা পালন করতে হবে;
৬.৫. চলচ্চিত্র মাধ্যমে নৈতিকতাবোধের উন্নয়ন, দুর্নীতি দমন, সামাজিক কূপমণ্ডুকতা ও কুসংস্কার দূরীকরণ এবং সমাজবিরোধী কার্যক্রম থেকে নিবৃত্ত থাকার জন্য জনসাধারণকে উৎসাহিত করতে হবে;
৬.৬. শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। চলচ্চিত্রে সকল পেশা ও বৃত্তির সমমর্যাদা ফুটিয়ে তুলতে হবে;
৬.৭. জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে সহায়ক শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ড ও তথ্য নির্ভর চলচ্চিত্র নির্মাণকে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে;
৬.৮. মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং ইতিহাস নির্ভর চলচ্চিত্র ছাড়া অন্যান্য চলচ্চিত্রে মাত্রাতিরিক্ত সন্ত্রাস ও সহিংসতা প্রদর্শন করা যাবেনা;
৬.৯. চলচ্চিত্রে তামাক, তামাকজাত পণ্য, মদ ও এলকোহল সেবন ও অন্যান্য ড্রাগ গ্রহণ দেখানো যাবেনা। তবে কাহিনির প্রয়োজনে মদ ও সিগারেট সেবন প্রদর্শন আবশ্যক হলে এ সংক্রান্ত আইন/বিধির বিধান অনুযায়ী এসবের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে দর্শকদের অবহিত করতে হবে;
৬.১০. চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রমিত বাংলা ভাষাকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। আঞ্চলিক ভাষায় চলচ্চিত্র নির্মাণ করা যাবে। তবে কোনো বিশেষ চরিত্রকে নেতিবাচক অথবা ব্যাঙ্গাত্মকভাবে উপস্থাপনের জন্য বিশেষ কোনো অঞ্চলের ভাষা ব্যবহার করা যাবেনা;
৬.১১. চলচ্চিত্রে সরাসরি কোনো ধর্ষণ দেখানো যাবেনা;
৬.১২. শিশু বা নারী কিংবা উভয়ের প্রতি সহিংসতা, বৈষম্যমূলক আচরণ বা হয়রানীমূলক কর্মকাণ্ডকে উদ্বুদ্ধ করে এমন কোনো ঘটনা ও দৃশ্য চলচ্চিত্রে প্রদর্শন করা যাবেনা;
৬.১৩. কোনো অশোভন উক্তি/আচরণ করা এবং অপরাধীদের কার্যকলাপের কৌশল প্রদর্শন যা অপরাধ সংগঠনের ক্ষেত্রে নতুন পদ্ধতি প্রবর্তন ও মাত্রা আনয়নে সহায়ক হতে পারে এমন দৃশ্যাবলী পরিহার করতে হবে;
৬.১৪. চলচ্চিত্রের সংলাপে অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ ভাষা পরিহার করতে হবে।

৭. চলচ্চিত্র রপ্তানী ও আমদানী

৭.১. বিদেশে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র রপ্তানী ও বিদেশী চলচ্চিত্র বাংলাদেশে আমদানীর ক্ষেত্রে সমতার নীতি গ্রহণ করতে হবে। তবে, এ ক্ষেত্রে মূল লক্ষ্য হবে বিদেশে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের বাজার তৈরি ও সম্প্রসারণ এবং দেশীয় সংস্কৃতির প্রচার;
৭.২. বিদেশ থেকে চলচ্চিত্র আমদানীর ক্ষেত্রে বিশেষ চুক্তি এবং সমঝোতা ব্যতীত কোনো বিশেষ দেশ এবং ব্যক্তিকে বিশেষ সুবিধা প্রদান করা যাবেনা। একইভাবে কোনো বিশেষ দেশ এবং প্রতিষ্ঠানকে সুনির্দ্দিষ্ট কারণ ছাড়া বাংলাদেশে চলচ্চিত্র রপ্তানী থেকে বারিত করা যাবেনা;
৭.৩. বিদেশী চলচ্চিত্র বাংলাদেশে প্রদর্শনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সকল আইন ও বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবে;
৭.৪. বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বিদেশে রপ্তানীর ক্ষেত্রে সরকারের অনাপত্তি গ্রহণ করতে হবে। এ অনাপত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে রপ্তানীর জন্য প্রস্তাবিত চলচ্চিত্রের বিষয়, কারিগরি ও নান্দনিক মান বিচার করে সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্র বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি